REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৮ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৩ ইংরাজী 14th April 1926. | ৩৪শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ২৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২৷০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এল, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

রমণী-রক্ষায় অশোকারিষ্টের মত শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবহার করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৷৵০ দশ আনা।

হতাশের আশার কথা---বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা এক আনার ষ্টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৮ই বৈশাখ বুধবার ১৩৩৩ সাল।

দেশবন্ধু পাঠাগার।

—০—

রঘুনাথগঞ্জের কয়েকটী উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে দেশবন্ধু-পাঠাগার নামে একটী লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া পূর্ব্বে আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ হইত সেই সকল প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এখন জীবনহীন ও লুপ্তপ্রায়। পাশ্চাত্য প্রণালীতে যে সকল প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে, লাইব্রেরী তাহাদের অন্যতম। লাইব্রেরীর উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু এখনকার দিনে লাইব্রেরী শব্দটী কয়েক আলমারী উপন্যাসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। লাইব্রেরীর এই শোচনীয় অবস্থার দিনে দেশের একজন আদর্শ পুরুষ সিংহের স্মৃতি লইয়া নূতন ভাবে যে এই পাঠাগার স্থাপিত হইল ইহা আনন্দের ও আশার বিষয়। এই পাঠাগারের বিশেষত্ব এই যে ইহাতে জাতীয়ত্ববোধক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও ঐতিহাসিক পুস্তকের সংখ্যাই অধিক।

জাতীয় সপ্তাহ।

—৹—

গত জাতীয় সপ্তাহে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি শোভাযাত্রা করিয়া খদ্দর বিক্রয় ও সভ্যসংগ্রহ করিয়াছিল। ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এই সাতদিনে সর্ব্বসমেত ৭৮৵ আনার খদ্দর বিক্রয় হইয়াছে ও ৫৪ জন কংগ্রেস মেম্বর সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপদ রায়।

ভীষণ বিলাতী চোর।

—৹—

লয়েডস্ ব্যাঙ্কের পোর্টসমার্থ শাখার ধনাগার লুট করিবার উদ্দেশ্যে এক ভদ্রবেশধারী যুবক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে এবং ম্যানেজারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে একটি গুলিভরা রিভলভার দেখাইয়া বলে, তোমার নিকট যাহা কিছু আছে, সমস্ত আমাকে দাও, অন্যথা এই গুলীভরা রিভলভার দেখ।

ম্যানেজার পাশের একটি দরজা দিয়া সরিয়া পড়েন, এবং আগন্তুক খপ করিয়া কতকগুলা ৫০ পাউণ্ড মূল্যের নোট হস্তগত করিয়া বেগে ব্যাঙ্ক হইতে দৌড় দেয়। ম্যানেজারও তাহার পিছে পিছে দৌড়িতে আরম্ভ করেন এবং সেই সঙ্গে আরও বহুলোক উহার অনুসরণ করে। সম্মুখে একখানা বেওয়ারিশ বাইসাইকেল দেখিতে পাইয়া পলায়মান ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া চালায় এমন সময় এক মোটর গাড়ীর চালক ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহার পাছু লয় এবং সজোরে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া গাড়ী হইতে তাহাকে ফেলিয়া দেয়। চোর ইহাতে কোনরূপ আঘাত না পাওয়ায় সাহসে বুক বাঁধিয়া দাঁড়ায় এবং বন্দুক চালায়। বন্দুকের গুলিতে মোটরগাড়ীর কাচের পরদা ভাঙ্গিয়া যায় ও টায়ার ফাটিয়া যায়। এদিকে এক পুলিশম্যান একখানা লরীর উপর চড়িয়া উহাকে আয়ত্ত করে এবং গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর ন্যায় ঘটনা।

—•—

১৩২৬ সনের প্রবল বন্যায় লৌহজঙ্গ ষ্টেশনে ১১ জন লোক সমেত একখানা বোট ডুবিয়া যায়। ঐ .১ জনের মধ্যে ৮ জন মারা যায়, তাহাদের মৃ . হ পাওয়া যায়। আর বাকী তিনজনের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। সকলে তাহাদিগকে মৃত মনে করে। একমাস পরে দুইজনের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহারা যে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার পাইয়াছে ইহাও জানা যায়। কিন্তু বাকি লোকটীর যে কি হইল তাহা কোন মতেই জানা যায় না। সম্প্রতি সেই লোকটিকে পাওয়া গিয়াছে। তাহার নাম হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার পিতা রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরা জিলায় ডাক্তারী করেন। হারাণচন্দ্র নদীগর্ভ হইতে পুনর্জ্জীবন লাভ করিবার পর সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে একদিন রাসমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হারাণের সাক্ষাৎ হয়। তিনি নবীন সন্ন্যাসীর মুখাবয়াদি দেখিয়াই তাহাকে আপন পুত্র বলিয়া চিনিতে পারেন। তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বগ্রাম তুলাসারে গিয়াছেন। শুনা গেল, পিতা সন্ন্যাসীকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাঁহার পুত্রবধূ কিন্তু সন্ন্যাসীকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছে না। তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরাও নাকি সন্ন্যাসীকে হারাণ বলিয়া স্বীকার করিতেছে না।

পুত্রশোকে আত্মহত্যা।

—•—

অনাথবন্ধু গুহ নামক এক যুবক দুই বৎসর পূর্ব্বে কার্ব্বলিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। একমাত্র পুত্রের এইরূপ আত্মহত্যায় তাহার বিধবা মাতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। ক্রমে তাঁহার পুত্রশোক এত প্রবল হইয়া উঠে যে তিনি অন্ন গ্রহণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল অন্ন জল কিছুই গ্রহণ না করিয়া অভাগিনী জননী সম্প্রতি ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

গুণ্ডার কবল হইতে মহিলা রক্ষা।

—•—

বালিগঞ্জ ডোভার রোড হইতে কুমারী সুধীরা দত্ত লিখিয়াছেন—গত বুধবার ৭ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটীকার সময় যখন আমি বহুবাজার দিয়া বাড়ী অভিমুখে ফিরিতেছিলাম, তখন প্রায় চারি পাঁচ জন মুশলমান গুণ্ডা আমার মোটরে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতে থাকে, তাহাতে আমার গাড়ীর সামনের কাচটী ভাঙ্গিয়া চুর্ণ হইয়া যায় এবং একটি ঢিল ড্রাইভারের কপালে লাগিলে সে প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং গাড়িটি থামিয়া যায়। গাড়ী থামিয়া গেলে গুণ্ডারা আমার গাড়ীতে উঠিলে আমি চীৎকার করিয়া উঠি, সেই সময় একটি ১৮ কি ১৯ বৎসর বয়সের কলেজের ছাত্র ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি একটি লোহার গরাদে লইয়া তাড়া করিলে দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করে। তিনি না আসিলে যে কি সর্ব্বনাশ হইত, তাহা মনে হইলে শরীর কাঁপিয়া উঠে। ছাত্রটীর নাম শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র নাথ বসু, ভবানীপুরে থাকেন।

মসজিদে বজ্রপাতে ৮ জনের মৃত্যু।

—•—

মাদ্রাজ ভেল্লোর সহরের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত মেল ভিসর গ্রামে একদিন মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাৎ হইতেছিল বলিয়া ১১ জন মুশলমান গ্রামস্থ একটা মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হঠাৎ মসজিদের একটা চুড়ার উপর বজ্রপাত হয়। তাহাতে ৮ :জন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশিষ্ট ৩ জন এরূপ গুরুতর ভাবে আহত হয় যে তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়। বিদ্যুতের তেজ এত বেশী ছিল যে, নিহত ব্যক্তিদিগের পকেটে যে সকল ধাতু মুদ্রা ছিল, তাহা গলিয়া তাল পাকাইয়া গিয়াছিল এবং একটা দোদুল্যমান ল্যাম্প একেবারে গলিয়া গিয়াছিল। কি ভয়ঙ্কর উত্তাপ! আহত ব্যক্তিরা ক্রমে সুস্থ হইতেছে।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৮ই মে ১৯২৬।

—:০:—

১৭ থাং ডিঃ শ্রীশ্রী৺গোবিন্দ দেব ঠাকুরের সেবাইত প্রভাত কুমার চৌধুরী দিং দেঃ হিয়াতুন বিবি দিং দাবি ৪৫৮৵৯ পং গনকর মৌজে পাঁচনপাড়া ২৮০ কাত ৫৲ আঃ ১৫৲

৫১৭ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ইজারত সেখ দিং দাবি ৪৬॥৬ পং গনকর মৌজে গাদী ৩/০ কাত ৩৶১৭॥ আঃ ২০৲

৫১৮ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৫৮৶৩ পং গনকর মৌজে গাদী ৮০ কাত ৮৵১২॥০ আঃ ৫৲

৫১৯ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ২৯॥৩ পং গনকর মৌজে গাদী ২॥০ কাত ১৮০ আঃ ১৫৲

৫৩৬ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ৩৪/৬ পং গনকর মৌজে গাদী ৬।০ কাত ৩৫ আঃ ১৫৲

৫৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেঃ ঐ দাবি ৫৬৮০ পং গনকর মৌজে গাদী ৮/২৷৹ কাত ১১।৵০ আঃ ৪০৲

৫৩৮ থাং ডিঃ ঐ দেঃ লালজি মণ্ডল চাঁই দিং দাবি ২৫।৵৬ পং গনকর মৌজে মহাম্মদপুর ৩/০ কাত ১॥১৭॥ আঃ ১০৲

৭২ মনি ডিঃ গয়ানাথ ওঝা দেঃ শশিভূষণ সাহা দাবি ১০৬৵৯ পং রুকুনপুর মৌজে বেনিয়াগ্রাম ২৷২ কাত ২৷/১২ আঃ ২৫৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ ।১৷০ কাত ১৷/১০ আঃ ৫৲ ৩নং লাট পরগণাদি ঐ ১৷১ কাত ৭৮৶১০ আঃ ১৫৲

১৩২ মনি ডিঃ পূর্ণিমা বিবি দেঃ রহমান সেখ দাবি ১০০৷৯ পং নওয়ানগর মৌজে আথুয়া /৩ কাত ১৵০ আঃ ৫০৲

১০৭ রেহাণ ডিঃ আইয়ুব আলি বিশ্বাস দেঃ ইন্তু সেখ দাবি ৪৫৪/৬ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে আরাজী রেজাপুর ৫।০ কাত ৫।০ আঃ ৫০৲ ২নং লাট মৌজে হিরানন্দপুর ১৮১ কাত ১৷৶০ আঃ ৩০৲ ৩নং লাট মৌজে ঐ ॥২ কাত ॥১০ আঃ ২৫৲ ৪নং লাট মৌজে ঐ ১/২ কাত ৮৵১০ আঃ ২৫৲ ৫নং লাট মৌজে ঐ ॥০ কাত ।৵০ আঃ ২০৲

১২৬ রেহাণ ডিঃ পঙ্কজকুমার দাস দেঃ ভানুমতী দেব্যা দাবি ৪৪০॥০ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে বানিয়া ৯/০ বিঘার অৰ্দ্ধেক ৪॥০ কাত ২২৮/১০ মধ্যে ১১।৵১৫ আঃ ২০০৲

১০০ মর্গেজ ডিঃ মতিউল্লা বিশ্বাস দেঃ মৃত যদুপতি রায়ের ওয়ারিশ পুত্র রমণীমোহন রায় দিং নাবালক পক্ষে অলি মাতা উষাবতী দেবী ও আশুতোষ রায় দিং দাবি ১৫৯৬৮/৬ ১১নং লাট পং গনকর মৌজে সাহাজাদপুর ৫/০ কাত ১৵১২ আঃ ৮৲ ১২নং লাট পরগণাদি ঐ ১॥০ কাত ১৶১৬॥= আঃ ৬৲ ১৩নং লাট পং ঐ মৌজে রঘুনাথপুর ৮০৮০ কাত ২১৵১৩।– আঃ ৪৲ ১৪নং লাট পং ইসলামপুর মৌজে জনার্দ্দনপুর ৷৪।০ কাত ।৫ আঃ ৩৲ ১৫নং লাট পং গনকর মৌজে রঘুনাথপুর ১৯৮২ কাত ১৯।৶১০ আঃ ৮৫৲ ১৬নং লাট পরগণাদি ঐ ১৭॥২ কাত ১৪৯২ আঃ ৭৫৲ ১৮নং লাট পং রুকুনপুর মৌজে নিজ কালিয়াই ৩/০ কাত ১৷৶০ আঃ ১২৲ ১৯নং লাট পং ঐ মৌজে ছোট কালিয়াই ৫/১ কাত ৫।৵১৭ আঃ ২০৲ ২১নং লাট পং গনকর মৌজে চাঁদপাড়া ৩৷৪ কাত ৫৮০ আঃ ৩০৲ ২২নং লাট পরগণাদি ঐ ৫।০ কাত ৭॥৵১৯ আঃ ৫৫৲ ২৩নং লাট পং ঐ মৌজে গনকর ৪।০ কাত ৭৮০ আঃ ৩৫৲ ২৪নং লাট পং বিরাহিমপুর মৌজে আলমপুর ৫॥০ লাখেরাজ আঃ ২১৲ ২৫নং লাট পং সুলতানউজিয়াল মৌজে গাম্ভিরা ১৯২নং তৌজির নিষ্কর ১২/০ রোডসেস ॥৵০ আঃ ৫০৲ ২৬নং লাট পং রুকুনপুর মৌজে ছোট কালিয়াই ॥১৮০ লাখেরাজ আঃ ৪৲ ২৭নং লাট পং গনকর মৌজে সেকন্দরা ।৩।০ লাখেরাজ আঃ ৪৲ ২৮নং লাট পং এসলামপুর মৌজে জনার্দ্দনপুর ১৮২।০ লাখেরাজ পুষ্করিণী মায় জল পাহাড় আঃ ৭৲ ৩০নং লাট পরগণাদি ঐ ১॥৪ কাত ১/০ আঃ ৫৲

১০৪ মর্গেজ ডিঃ দিগম্বর দাস দেঃ সদানন্দ কর্ম্মকার নাবালক পক্ষে কোর্ট গার্জ্জেন বাবু মুনীশচন্দ্র চৌধুরী দাবি ২১১॥৶৩ পং মঙ্গলপুর মৌজে উমরপুর ১।০ কাত ৩৲ আঃ ২৫৲ ২নং লাট পং আম্বার মৌজে ঝিকরহাটী ১।০ কাত ২।০ আঃ ২৫৲

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই মে ১৯২৬।

—ঃ০ঃ—

১৯১ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেঃ মাধো বিবি দাবি ৩০।৵৯ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে নূতন বাহাদুরপুর ৫॥২৮০ কাত ৬।/৬ আঃ ২০৲

২১৯ থাং ডিঃ ঐ দেঃ মৌলবী আবদুল রহমান মণ্ডল দিং দাবি ২০৬।৵৩০ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে নিজ বাহাদুরপুর ২১।০ কাত ৩১৮৵০ আঃ ১০০৲

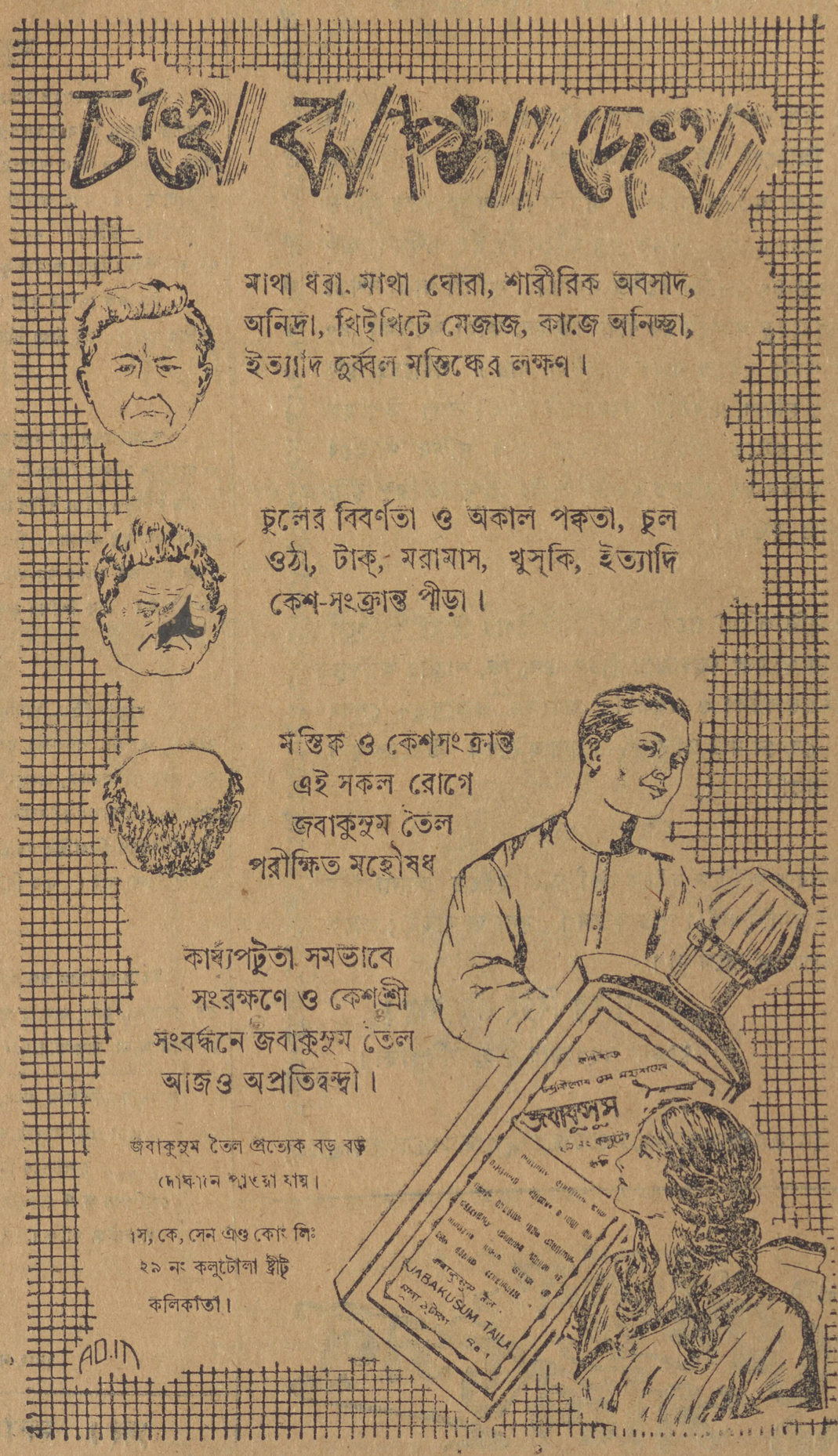

সর্ব্বজ্বর বিনাশক

ব্রানটন মিকশ্চার।

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি।

অদ্যই আনাইয়া লউন।

বড় শিশি ১৬ মাত্রা ১।০

ছোট শিশি ৮ মাত্রা ৸০ মাত্র।

ব্রানটন ফার্ম্মেসী।

৩৯, সুকিয়া ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৸০ বার আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল।

রঘুনাথগঞ্জ।

দুর্দ্দিন থাকিবে না, শীঘ্রই সুদিন ফিরিয়া পাইবে।

শুধু অর্থাভাবই যে মানবের দুর্দ্দিনের কারণ সে কথা ঠিক নহে। জিনিষের দুর্ম্মূল্য, বিলাসিতা, শরীরের ব্যধি এই কয়টীই হচ্ছে অন্যতম কারণ। ব্যধির ভিতর শুক্রক্ষয় জনিত পীড়াই ভীষণ। শুক্র অধিক ক্ষয় হইলে কি হয় শুনুন। এক ফোঁটা শুক্র ৪০ ফোঁটা রক্তের সমান। কুপথে থাকা বশতঃ বা কুস্বভাবহেতু অকালে যে বীর্য্য নষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা ৪০ গুণ রক্ত শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। শরীরের রক্ত অধিক ক্ষয় হইলে, যাবতীয় অবয়বেরই শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইলে আর দুর্দ্দিন থাকিবে কেন? দুর্দ্দিন দূর করিতে হইলে শরীর সুস্থ ও রক্ত বৃদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

রক্ত বৃদ্ধি করিয়া সুখে কাল কাটাইবার ইচ্ছা থাকিলে কলিকাতার ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ এম, জি, শাস্ত্রীর আবিস্কৃত আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা ও অমৃতার্ণব অবলেহ একযোগে সেবন করুন। সেবনে নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হইবে। উভয়ের মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বিস্তারিত জানিতে হইলে ঐ ঠিকানা হইতে অমূল্যবান্ধব বা কামশাস্ত্রখানি লইয়া পাঠ করুন। মূল্য ত নাইই; ডাকে লইতে মাশুলও লাগে না।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যার সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৶৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। **দামোদর সুধা।**ঃ— মূল্য ৷৶৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।ঃ—

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীত্‌লী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

৩নং। **স্পিরিট ক্যাম্ফর**ঃ—ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

৪নং। **একজিন**ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।